বাংলাদেশের লক্ষ শিশু শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে

ক্যারোলি ওয়াকার
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ৮ই নভেম্বর -- বাংলাদেশের প্রায় এক লক্ষ শিশু পরস্পরের সাথে ও তাদের শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগের জন্য কম্পিউটার ও ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যদিও তাদের মধ্যে খুব কম পরিবারেই কম্পিউটার আছে।

কোনো কোনো জায়গায় যেসব ছোট্ট শিশুরা লিখতে পারে না, তারাও পরস্পরের সম্পর্কে জানার জন্য চিত্রাঙ্কন করতে ইন্টারনেট ব্যবহার করছে।

দেশব্যাপী ২৭টি ইন্টারনেট টেলিসেন্টারে ব্লগ ব্যবহার করে, রচনা লিখে এবং ভিডিও আদানপ্রদান করে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা জলবায়ু পরিবর্তন, লোককাহিনী, সাংবাদিকতা, ফ্যাশন, সমাজ সেবা, পরিবেশ এবং রমজান সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে। তারা ওয়েবপেজ তৈরি করে; ছবি আঁকা, রং করা এবং গানের সুর করা ও রেকর্ড করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করে; অনলাইন কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করে; এবং সারা বিশ্বের অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরকে ই-মেইল করে থাকে।

'বাংলাদেশ গ্লোবাল কানেকশন্স এন্ড এক্সচেঞ্জ প্রজেক্ট,' যা অনানুষ্ঠানিকভাবে 'গ্লোবাল কানেকশন্স ইন বাংলাদেশ' নামে পরিচিত, এই টেলিসেন্টারগুলো পরিচালনা করে। এটি ক্যালিফোর্নিয়া ভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা রিলিফ ইন্টারন্যাশন্যাল -- স্কুলস অনলাইনের একটি প্রকল্প। উইলিয়াম এন্ড ফ্লোরা হিউলেট ফাউন্ডেশন এবং গ্লোবাল ক্যাটালিস্ট ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এই প্রকল্পে অর্থায়ন করছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক ব্যুরো।

এই সব ইন্টারনেট সেন্টার ও ক্লাসগুলোতে কম্পিউটারের সহায়তায় শিশুরা বিশ্ব ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে বিশ্বব্যাপী পারস্পরিক সহযোগিতা করতে পারছে।

ফ্লোরিডার জ্যাকসনভিলে অবস্থিত মার্টিন জে. গোটলিব ডে স্কুলের প্রযুক্তি সমন্বয়কারী আন্দ্রিয়া হার্নান্ডেজ বলেন, ছোট্ট সোনামণিরাও ইন্টারনেট প্রযুক্তি থেকে উপকৃত হতে পারে। সর্বনিম্ন পাঁচ বছর বয়সী শিক্ষার্থীরাও ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক 'কিডস হ্যান্ড ইন হ্যান্ড' প্রকল্পে অংশগ্রহণ করছে। বিশ্বব্যাপী

ক্লাসরুমে শিশুরা 'কিডস হ্যান্ড ইন হ্যান্ড' ওয়েব সাইট ব্যবহার করে মুখচ্ছবি এঁকে অনুভূতি প্রকাশ করে। যারা ভিন্ন ভাষায় কথা বলে ছবি এঁকে তাদের সাথেও তারা মনের ভাব আদানপ্রদান করতে পারে।

হার্নান্ডেজ ইউএসইনফো-কে বলেন, "এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা খুবই সহজ সরলভাবে দেখাতে চাচ্ছি যে আমরা হয়ত ভাবতে পারি যে আমরা এত ভিন্ন আর একে অন্যের থেকে অনেক দুরে কিন্তু অনুভূতির বেলায় আমরা সবাই একই। আমাদের চেহারার অনুভূতি আমরা দেখাতে পারি।"

ঢাকা ভিত্তিক 'গ্লোবাল কানেকশনস ইন বাংলাদেশ' এবং বেলজিয়ামের একজন স্কুল শিক্ষক কর্তৃক তৈরি করা 'কিডস হ্যান্ড ইন হ্যান্ড' 'গ্লোবাল জুনিয়র চ্যালেঞ্জ ২০০৭' প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়। এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা যা শিক্ষায় নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে সেরা চর্চাকে স্বীকৃতি দেয়। ইতালির এনজিও ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ফাউন্ডেশন এই প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠপোষকতা করে। আশিটি বিভাগে ৬শ' প্রকল্প এতে জমা পড়ে। বিজয়ী ঘোষণা করা হয় এ বছর অক্টোবরে।

বাংলাদেশের 'গ্লোবাল কানেকশনস'

প্রকল্প পরিচালক এম. নজরুল ইসলাম কর্মসূচির ওয়েব সাইটে বলেন, 'গ্লোবাল কানেকশনস বাংলাদেশ' কর্মসূচি শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে বৈশ্বিক সংলাপ ও শিক্ষাগত সুযোগ বৃদ্ধি করে। এই কর্মসূচি তাদেরকে দেশে নিজ নিজ সমাজে নতুন সুযোগ সন্ধানের ব্যবস্থা করে দেয় এবং সব স্তরের মানুষদের সাথে তাদের পরিচিত করে।

বাংলাদেশে ইন্টারনেট শিক্ষা কেন্দ্রগুলো (আইএলসি) ভৌগোলিক ভাগ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করা হয়, প্রতিটি ভাগ বা গুচ্ছে থাকে পাঁচ থেকে দশটি স্কুল। শিক্ষকরা প্রতি মাসে একবার মিলিত হয়ে পরস্পরকে সাহায্য করেন, বিভিন্ন উপকরণ বিনিময় করেন, এবং পাঠ পরিকল্পনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেন ও সেগুলো পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করেন। নজরুল বলেন, স্থানীয় দক্ষতা প্রসারে এবং অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সম্প্রদায় বোধ তৈরি করতে মাসিক বৈঠকগুলো করা হয়। বেসরকারি সংস্থাটি আইএলসি নেটওয়ার্কের মধ্যে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে সহযোগিতামূলক শিক্ষাও সহায়তা দিচ্ছে। যদিও অধিকাংশ পাঠ তৈরি করা হয়েছে বাংলায়, তবে আন্তর্জাতিক প্রকল্পগুলো লেখা হয়েছে ইংরেজিতে।

নজরুল বলেন, বাংলাদেশে ব্যান্ডউইথ ও অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সাথে কর্মসূচি আশা করছে যে ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেটের ইন্টারঅ্যাক্টিভ বিভিন্ন ফিচারের, যেমন, ভিডিওকনফারেন্সিং এবং দুরবর্তী শিক্ষণ উপকরণ প্রভৃতি সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। তিনি বলেন, প্রতিটি সেন্টারেই আমরা পডকাস্ট ও রেডিওসহ অন্যান্য মাধ্যম প্রসারে আগ্রহী।

'কিডস হ্যান্ড ইন হ্যান্ড' (Kids h@nd in h@nd)

বেলজিয়ামের মিউলেবেকে অবস্থিত 'ফ্রি প্রাইমারি স্কুলস'-এর শিক্ষক ও সমন্বয়কারী লিয়েভেন ভ্যান প্যারিস 'কিডস হ্যান্ড ইন হ্যান্ড' ইন্টারনেট প্রকল্পটি তৈরি করেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারাবিশ্বের শিক্ষকরা সহজে ফ্রি সফটওয়্যার ডাউনলোড করতে পারে এবং মানুষের অনুভূতি প্রকাশকারী ছবি আঁকতে শিশুদের উৎসাহিত করে।

সারাবিশ্বের অন্যান্য স্কুলগুলো যেসব ছবি এঁকে 'কিডস হ্যান্ড ইন হ্যান্ড'-এ পোস্ট করেছে হার্নান্ডেজের শিক্ষার্থীরা প্রথমে সেগুলো দেখে। তারপর মানচিত্রে বা গ্লোবে অংশগ্রহণকারী শ্রেণীকক্ষগুলোর অবস্থান সনাক্ত করে দেশটির ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে কথা বলার পর হার্নান্ডেজ শিক্ষার্থীদের বলেন তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে একটি ছবি আঁকতে। কিছু কিছু শিশু, উদাহরণস্বরূপ, মানুষ বিব্রত হলে যেমন দেখায় তার মুখচ্ছবি আঁকে।

হার্নান্ডেজ এসব ছবি ই-মেইল করে ভ্যান প্যারিসের কাছে পাঠান এবং ভ্যান প্যারিস সেগুলো পোস্ট করেন। শিশুরা পরবর্তীতে এসব ছবি অনলাইনে দেখে খুব মজা পায়।

তিনি বলেন, "আমরা যখন অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে কথা বলেছি এবং বেলজিয়ামের অবস্থান দেখিয়েছি, তখন শিশুরা উপলব্ধি করেছে যে যদিও আমরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলি, আমাদের অনুভূতি আসলে একই।"

বাংলাদেশ গ্লোবাল কানেকশনস এন্ড এক্সচেঞ্জ প্রজেক্ট (http://www.connect-bangladesh.org/) এবং 'কিডস হ্যান্ড ইন হ্যান্ড' সম্পর্কে আরো জানতে চাইলে এ সম্পর্কিত তথ্য (http://www.sip.be/stamand/feelings/kidshandinhand.htm) প্রকল্পগুলোর ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশে চৌয়ারা বালিকা বিদ্যালয়ের কাছাকছি আইএলসি-তে স্থাপিত ডিজিটাল ফটোগ্রাফ স্টুডিও সম্পর্কিত ভিডিও (http://www.youtube.com/watch?v=GlRRV8heijg) পাওয়া যাবে ইউটিউব ওয়েব সাইটে।

==========

**(ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা। ওয়েবসাইট: http://usinfo.state.gov)*

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট: dhaka.usembassy.gov) যোগাযোগ করুন।*

(এখানে প্রদত্ত বাংলা অনুবাদ কেবল বোঝার সুবিধার্থে, তবে ইংরেজি ভাষ্যই প্রামাণ্য।)